দৈনিক

তারিখ ..29 JUN 2008 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম ..১....

# শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি অপচয় অসদাচরণ

## ামপাল ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ

স্ব সংবাদদাতা, বাগেরহাট, ২৮ জুন ॥
লার রামপাল ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মজনুর
মানের বিরুদ্ধে অনৈতিক নিয়োগ ও অনিয়ম
র সরকারী অর্থ গ্রহণের অভিযোগ পাওয়া
ছে। তিনি প্রভাষক পদে ইস্তফা দেয়ার পরও
কারী বেতন উত্তোলন করছেন। এ নিয়ে
লজের শিক্ষক-কর্মচারী ও অভিভাবকদের
ধ্য ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তারা অনিয়ম ও
র্নীতির অভিযোগ এনে আইনগত ব্যবস্থা
ণের জন্য সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা, শিক্ষা
ণালয়ের সচিব, শিক্ষা অধিদফতরের
াপরিচালক ও দুর্নীতি দমন কমিশনের
াপরিচালকসহ বিভিন্ন দফতরে অভিযোগ
য়র করেছেন। জানা গেছে, জোট আমলে
নৈতিক প্রভাব খাটিয়ে জেলা বিএনপির
নৈয়র সহসভাপতিকে কলেজের গভর্নিং
মিটির সভাপতি করা হয়। এ সময় সাবেক
ক্ষের যোগসাজশে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা
িদফতরের প্রজ্ঞাপন লঙ্ঘন করে বিএনপি

নিয়োগ দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও মন্ত্রণালয়ের নীতিমালায় অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের জন্য উপাধ্যক্ষ/সহকারী অধ্যাপক বা অধ্যক্ষ হিসাবে ৩ বছরসহ মোট ১৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতার কথা বলা হলেও তা মানা হয়নি। এ নিয়োগের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী চাকরিতে ইস্তফা দেয়ার শর্তে নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক রামপাল ডিগ্রী কলেজের ইংরেজী বিষয়ের প্রভাষক মজনুর রহমান ২০০৬ সালের ৯ আগস্ট প্রভাষকের পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। কিন্তু ইস্তফা দেয়ার পরও গত ২ বছর ধরে মজনুর রহমান প্রভাব খাটিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে সরকারী বেতনভাতা (স্কেল কোড-০৭) উত্তোলন করছেন। ফলে সরকারের লাখ লাখ টাকা গচ্চা যাচ্ছে।

এ বিষয়ে বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক সহিদুল ইসলাম জানান, রামপাল কলেজে কোন প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়ে থাকলে তা যথাযথ

## বাউফলে কারখানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাউফল, পটুয়াখালী, ২৮ জুন ॥ বাউফলের কাছিপাড়া ইউপির কারখানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। ঐ বিদ্যালয়ের সহসভাপতিসহ ৭ ব্যক্তি স্বাক্ষরিত একটি অভিযোগপত্র বৃহস্পতিবার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে প্রদান করা হয়। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, ঐ বিদ্যালয়ের ৩৫তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে সাব-কমিটির অনুমোদন ছাড়াই প্রধান শিক্ষক দ্বিতীয়বার আমন্ত্রণপত্র ছাপিয়ে স্কুলের ৩০ হাজার টাকা অপচয় করেছেন। শিক্ষক প্রতিনিধি মাসুদুর রহমানকে বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি দেখিয়ে শিক্ষক প্রতিনিধি পদে (টিআর) পদত্যাগপত্র প্রদানে বাধ্য করেছেন। এছাড়াও স্কুলের সভাপতি একই স্কুলের শিক্ষক প্রতিনিধি সানজিদা সুলতানাকে দিয়ে জোরপূর্বক অলিখিত রেজুলেশন খাতায় স্বাক্ষর নিয়েছেন। সানজিদাকে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করার জন্য সন্ত্রাসীদের দিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করান হয়। তার কথা না শোনায় অভিভাবক প্রতিনিধি সন্তোষ কুমার সকল দেয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে। গবর্নিং বডির সভায় সভাপতি তার বাধ্যগত সদস্যদেরই কেবল সভার নোটিস প্রদান করেন, তার অনুগত নয় এমন সদস্যদের নোটিস প্রদান কিংবা সভা সম্পর্কে অবহিত করা হয় না। যেমন গত ২০ জুন আহূত সভায় নোটিস খাতায় গবর্নিংবডির নির্বাচিত সদস্য মোঃ শাহজাহান হাওলার, শিক্ষানুরাগী সদস্য মাসুদ আহম্মেদ হারুন, শিক্ষক প্রতিনিধি মাসুদ আহম্মেদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি নিজেদের ইচ্ছেমতো বিদ্যালয় পরিচালনা করে থাকেন। অভিযোগ করা হয়েছে, প্রধান শিক্ষক নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসেন না। বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ ছাত্রছাত্রীদের বেতন ফ্রী-হাফ ফ্রীর বিষয়টি কমিটির সভায় অনুমোদন করা হলেও তা আজ পর্যন্ত চালু করা হয়নি। এর ফলে দরিদ্র অভিভাবকরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। প্রধান শিক্ষক ও গবর্নিং বডির সভাপতির অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে বিদ্যালয়টি বর্তমানে তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। এ ব্যাপারে বাউফল উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসএম আনসারুজ্জামানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি অভিযোগপ্রাপ্তির সত্যতা স্বীকার করে বলেন, প্রধান শিক্ষক ও গবর্নিং বডির সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা-কর্মকর্তা মোঃ জামাল উদ্দিনকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তার প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরেই ব্যবস্থা নেয়া